



হাওয়াবদলের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া
দফতর। আবহাওয়া এতটাই বদলে যাবে আগামী
সপ্তাহের শুরুতে যে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায়
নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ২



সংবর্ধনা দিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্কুল পাড়ার বাসিন্দা মিঠুন সরকার ও দীপা সরকারের ছেলে দীপজয়কে। *..বিস্তারিত পাত ৫*



খুপগুড়ি মহাকুমার খুপগুড়ি পৌরসভার মৌমাছির
কামড়ে আক্রান্ত এক ঘটনাটি ঘটেছে খুপগুড়ি
পৌরসভার নয় নান্নার ওয়ার্ডের পাকা ধরা
মোড়ের সংলগ্ন এলাকায়। ..বিস্তারিত পাতা ৭



ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। খেলা হয়নি ক্লাব এবং জাতীয় দলের বেশিরভাগ ম্যাচে। কিন্তু এপ্রিল মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সংক্ষিপ্ত খবর
বিজেপি
সরকারের
বিসর্জনের ডাক
অভিষেকের

মুহুর্তে বার্তা, নানুর, ৩ মে : মানুষ কী
খাবে, কী পাবে নিদান দেবেন প্রধান
মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী বলছেন, যারা মাছ
খান। তারা হিন্দু বিরোধী। এখানে
উপনিহৃত আনানার বেশিভাগ মাছ
খানা ডিম খানা। মাংস খানা আর
তাহলেই হিন্দু বিরোধী? মানুষ মাছ
খাবে, তা ডিম খাবে, তা ঠিক করে
দেবে বিজেপী। মানুষ ফুলগুণি খাবে
না। বিজেপী খাবে তা ঠিক করে
বিজেপী? বলছে, এক দেশ, এক
নির্বাদন। তাই এই স্বেচ্ছাচারী
সরকারকে উচিত করতে হবে।
এদিনের সভায় প্রাণী অসিত মাল
ছাড়াও, শ্বেলা সভাপতিত্ব, মন্ত্রী, দলীয়
নেতাকর্মা উপনিহৃত ছিলেন। বোলপুর
লোকসভায় সাতটি বিধান সভার মধ্যে
বীরভূমের চারটি বিধান সভা পড়ে।
তার মধ্যে শুধু মাত্র নানুর বিধান সভা
লোকসভা ছাড়াই সভায়। তাতে প্রায়
বিশ হাজার লোক। সেখানে থেকে প্রায়
তিরিশ কিমি দূরে প্রধান মন্ত্রীর সভা
ভিডের পরিসংখ্যানে সেটা ফিকে পড়ে
যায়। এদিন। নানুরের পাণ্ডুি অভয়
আমিন মিশন মাঠে জন গর্জনে বিজেপী
সরকারের বিসর্জনের সাধ দিনেন
সভাভারতীয় ভুলমূল্য ডাকপত্র সম্প্রাচার
অভিষেক বহুমূল্যপাধ্যায়। এদিন
অভিষেক বহুমূল্য, বোলপুর
শিল্পিককেনেত কবিত্তুর নামের মাথুর্কা
ফলক থেকে রবীন্দ্রনাথের নাম মুছে
দেয় বিজেপী। বাঙালি মোরেলজয়ী
অমর্ত্য সেনকে উচ্ছেদনে ভোটিশ য়ে
বিজেপী। তাই আমরা নোটিশকে
বাংলা বিরোধী বলি। স্বামী
বিরেকানন্দকে, অজ্ঞে ব্রাহ্মণের রাজ্য
সভাপতি বলেন, অজ্ঞে ব্রাহ্মণী পণ্ডিত।
তাই বিজেপীকে বাংলা বিরোধী বলি।
শ্বেলাকর্তায় বিন্দ্যনাথের মূর্তি ভাঙে
বিজেপী। তাই তাদের আমরা বাংলা
বিরোধী বলি। বাংলার মানুষের হককে
বাড়ির, কাজের, রাস্তার টাকা আটকে
রাখে, তাই বিজেপীকে বাংলা বিরোধী
বলি। এদিন তিনি বলেন, গভমে
আপনারদের কষ্ট দিতে সাতফর্মের পত্র
করেছে দিল্লি। দু'দফা মানুষ গেরে
দফা ভেঙেছে। তৃতীয় দফার পর চতুর্থ
দফায় আপনারা ভয়ানক ভাঙবেন।
ভোট বাস্তব খোলার সময় পদ্মকুলের
বারা চোখে সবেমূল্য দেখবেন। আইডি
মাফ আমি রাস্তায়। নানুরের চোপের
ভাষা আমি পড়েছি। কেব্রে এই সরকার

বাংলায় হিন্দুদের
দ্বিতীয় সারির নাগরিক
করে রেখেছে তৃণমূল',
বিস্ফোরক মোদি



মূর্ত্ত বর্তা, বর্ধমান, ৩ মে : বাংলায় তৃতীয় দফার ভোটের আগে পুরোদস্তুর ধর্মীয় কেরেকসের রাস্তা পা বাড়ানো প্রণামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্ধমানের সভ্য থেকে মেরসারি মৌদি অভিযোগ করলেন, তৃণমূলর শাসনে বাংলায় হিন্দুদের দ্বিতীয় সারির নাগরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে প্রকাশে হিন্দুদের তীর্থার্থীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। মোদীর প্রশ্ন, বাংলায় হিন্দুদের কেটী হাল হয়েছে। প্রণামন্ত্রী দাবি করেছেন, তৃণমূল, সিপিএম বা কংগ্রেস কেটী উন্নয়নের জন্য ভোট লড়ছে না। ওরা শুধু বিভাজন মৌদি বর্ধমানের সভ্য থেকে রাখঢাক না করেই বলে দিলেন, আমি চিভিতে দেখেছি তৃণমূলর একে বিভাজক খোলাফুর্লি হুমকি দিয়েছে। বলছে হিন্দুদের দু হস্তার মধ্যে তীর্থার্থীতে ভাসিয়ে দেব। এটা কোনম ভাষা ভহি! হিন্দুদের ভাসিয়ে দেব? সত্যিই বাংলায় হিন্দুদের একে অবস্থা। মনে হচ্ছে বাংলায় হিন্দুদের তৃণমূলর সনকার দ্বিতীয় সারির নাগরিক বানিয়ে রেখেছে।

মোদীর প্রশ্ন, এরা কোনম নাপ্তি? স্বা শ্রীরামের ধর্নি শুনলে আপত্তি করলে, এরা রামমন্দিরের উল্লেখনে আপত্তি করে। এরা রামনবীর শোভাযাত্রায় আপত্তি করে। মৌদি অভিযোগ, সন্দেহশ্রম্মি মহিলাদের সঙ্গ দক্ষক করা শাহজাহানকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। এ মধ্যেও ধর্মীয় বিভাজনের তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন মোদী। করছে তৃণমূল। অপরার্থীর নাম শাহজাহান বলেই কী তাকে বাঁচানোর জন্য নারীরা চেষ্টা করছে তৃণমূল।

প্রণামন্ত্রীর দাবি, ইন্ডিয়া জোটের কাছে দেশের জন্য কোনও ভিশন নেই। ওরা শুধু ধর্মের নামে দেশটাকে বিভক্ত করতে চায়। তৃণমূল হায়েগে ব্যস্ত। ভোভোদ্ধা কী মানুষের জীবনের থেকেও বড় বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। ভোটব্যঙ্কাক কী মানবধর্মের থেকেও বড়? প্রণামন্ত্রীর অভিযোগ, কংগ্রেসের লোকেরা প্রকাশে আমার বিরুদ্ধে ভোট জেহাদ করার কথা বলছে। আমাদের দেশে কয়েক দশক ধরে গোপনে এই ভোট জেহাদ চালাছে। আমরা প্রকাশেই এরা ভোট জেহাদের কথা বলছে। অথচ ভোট জেহাদের মর্মান্বন করছে ইন্ডিয়া জোট। প্রণামন্ত্রী এদিন সারসরি দেশের নামে ভোট চেয়েছেন। মোদী বর্ধমানের সভ্য বললেন, ওদের উত্তর দিতে হবে তো? আপনি দেশের নামে ভোট দিন। বিকল্প ভোট জেহাদের জন্য ভোট দিন। তৃণমূল হোক, কংগ্রেস হোক, বামেরা হোক, এই ইন্ডিয়া জোট নিজেদের ভোটব্যঙ্কাক জন্য সংকল্পে করতে পারে। তাই তৈরী থাকি, আমরা দেশের জন্য ভোট দেব। মাননীয় প্রণামন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শুক্রবার বর্ধমান-দুর্গাপুর, কুর্মণগুর এবং বোলপুর অ্যোজিঙ এক শিলাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশা এবং ভোট জিহাদের কংগ্রেসের আদমুদ্ধক তীব্রভাবে নিশানা করলেন।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির অভিযোগে
মুখ খুললেন মমতা, 'মোদী কেন চুপ?'

মুহুর্ত বার্তা, রায়না, ৬ মে : রাজ্যপালার বিরুদ্ধে উঠেছে শ্রীলতাহানির অভিযোগ। তা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়নার নিচিনী সভা থেকে সি ডি আনন্দ বোলক একহাত নিলেন। শ্রীলতাহানির অভিযোগ আবেহে রাজভবনে মোদি রাষ্ট্রসভা করেও, কেন এ বিষয়ে একটি কথাও বলেননি না সে প্রশ্নও ছুড়ে দেন মমতা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজভবনে এক সম্মেলনী মহিলা কামী অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল তাঁর শ্রীলতাহানি করেছেন। মোট দুবার তাঁর শ্রীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে রাজভবনে কণ্ডীতর তাঁর পুলিশদের বিষয়টি জানান। এর পর হেয়ার স্ট্রিট থানায় যান। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রাধিকার বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রনৈতিক মহলে জোর চাপান উত্তরে। ঘটনার কথা সমালোচনা করেন গণতন্ত্রমূলী শুক্লবাসী রায়নার সভা থেকে রাজ্যপালতে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেহশালি প্রসঙ্গ টেনে তাঁর তােপ, সন্দেহশালি নিয়ে সন্দেহ করেছেন। আমি তেমন কোনও ঘটনা সন্দেহশালিতে ঘটিয়ে ছিলাম। তিনি জমিদারী নিয়ে সম্যাপ্য ছিল। অধিসার পাঠিয়ে সমাধান করে দিয়েছি। আর আপনী কী করেন? একটা ছোট্ট মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত। তাঁর সঙ্গে কী ব্যাবহার করেছেন



কালকের মেয়েটার কান্নায় আমার
হৃদয় বিপরীত হয়েছে। রাজপাল পথের
দুয়ার শ্রীলতাটাইনি কেন্দ্র। আমি তো
কাল কাল দেখলাম। ভিডিও এসেছে।
মূল দর্শনে অস্বাভাবিক একদিক
মিল দিয়েছে। অতিথিগোষ্ঠী কেবল করে
উদ্ভেজনার আবহে লক্ষ্মীনারের রাতে



কলকাতায় পৌঁছন মোদি। রাজভবনে রাত্রি বাস করেন। শুক্রবার তিনটি নির্বাচনী জনসভাও করেছেন। তবে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওটা শ্রীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে একটি

শব্দও খরচ করেননি মোদিজি। তা নিয়ে এদিন খোঁজা দিয়ে মমতা বলেন, সেখানেই তো আপনি কাল থেকে এলেন, কই একটা কথা তো বলেন না। আপনার লোকজন তো ছিল, যখন কেঁদে মেয়েটা বেরল। মেয়েটা বলছে আর আমি রাজভবনে ঢাকরি

করেতে যাব না। ভয় পাচ্ছে। যখন
তখন ডেকে খারাপ ব্যবহার করবে।
অসম্মান করবে। আপনি মাঝে-
বোনেদের নিয়ে কথা বলছেন? লজ্জা
নেই? আপনিও ততো দাঁড়ত পাটি
খুলে যাওয়া উচিত। দাঁড়ত পাটি
না দাঁড়ত। যদিও বলে রাখা ভালো,
তার বিপক্ষে ওঠা শ্রীলঙ্কায়ার
অভিযোগ খারিজ করেন রাজাপালা।
রাজেন্দ্রনতিক যড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন
তিনি।

এদিকে মালদেব নির্বাচনী প্রচার
সারতে গিয়েছে দুর্ধট্টনার কবলে
তৃণমূলের তারকা প্রার্থী। চপারে
আগুন লেগে পিঁপড়ের মুখেমুখি
চলিউড তৃণমূল স্বপ্নের শব্দে উদ্ভিন্ন
হয়ে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়। তড়িৎভি দলের তারকা
প্রচারককে ফোন করেন তিনি।
জানতে চান, দেব কোনাে আছেন?
নিরাপদে আছেন কিনা, সমস্ত
বিস্তারিত। দেব ভালো আছেন,
কোনও বিপদ হয়নি শুনে আশ্বস্ত হন
দলনেত্রী।

এই ঘটনা যখন ঘটেছে, তখন বরমান
পূর্বের দলীয় প্রার্থী শর্মিলা সরকারের
হাফেজ মামান প্রচার সরে গেছে
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়না থেকে
সঙ্গদ্রুতগড়ে পেতে রওনা দিয়েছেন।
গাড়িতে গিয়ে যেতেই দেবের কপ্টর
দুর্ধট্টনার খবর পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে
উদ্ভিন্ন মমতা ফোন করেন দেবকে।
জানতে চান খবরখারখান। দেব ভালো
আছেন শুনে আশ্বস্ত হন।

শ্রীলতাহানি
বিতর্কের
মাঝেই
বিস্ফোরক
রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মে :
রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির
অভিযোগকে কেন্দ্র করে তেলপাড
রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে
বিশ্বেশ্বরক সি ডি আনন্দ বোস। তাঁর
দাবি, শ্রীলতাহানির অভিযোগকারীর
মতেই আরও এক রাজনৈতিক দলের



রার রয়েছে রাজভবনে। তাঁর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজ্যপাল সি ভি আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজভবনের অস্থায়ী কক্ষের কক্ষের জের চর চলেছে রাজনৈতিক মহলে। তবে বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পরই রাজ্যপাল দাবি করেছিলেন, অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন। শুক্রবার সকালে ফের এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন তিনি। বিক্ষোভের দাবি করছেন তিনি। শ্রীলতাহিনীর অভিযোগসম্বন্ধেই ইঙ্গিতে রাজনৈতিক দলের চর হিসেবে দাবি করে বলেছেন, রাজভবনে রাজনৈতিক দলের আরও এক চর রয়েছে। কিন্তু কে তিনি? তা খোঁসা কনেননি তিনি। কিন্তু রাজ্যপালের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল শোরগোল ওঠাছিলহলমহলে। প্রসঙ্গত, শ্রীলতাহিনীর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই বৃহস্পতিবার রাতে সি ভি আন্দোলন বাষ্পে এষিয়ে মুখ খুলেছিলেন। বলেছিলেন, বামনা বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার সম্মানহীন করে কেউ যদি নির্বাচনী ফায়দা তুলতে চান, তাহলে দৃষ্টান্ত তায়ের মদল করুন। কিন্তু বাংলায় সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার লড়াই কখনও থামবে না। তা সে যতই অভিযোগ আনুক না কেন।

আইপ্যাক কর্তাকে কটাক্ষ কুণালের

দুঃখত বাত্ৰা, কলকাতা, ৩ মে : গত
দুদিনে পুনমূল্যে প্ৰায় সৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ
পদ থেকেই অপসৰিত হা হলেও
কুণাল ঘোষকে। এবাৰ সাধাৰণ
তপমূল সমৰ্থক হিন্দীয়ে দলকে
“প্ৰামাৰ্শ দিলেন। প্ৰশংসাৰ সুৰে
ঘূৰিয়ে কটাম্ব কৰলেন আইপাহা
কট প্ৰতীক জেন্মকে। শোমাল
মিডিয়ায় রসিকতাৰ সুৰে বললেন,
আইপাহা কট যখন এত ভালোভাবে
দল সামলাচ্ছেন, তখন দলের
সাংগঠনিক পদও তাকেই দেওয়া
হোক।

সমৰ্থক হিসেবে দলকে আমাৰ শনিয়ন
অনুৰোধ, “অপৰাধ” ও “দলবৈৰোধী
কুণাল ঘোষাৰ শুনাপদে মুখপাত্ৰা ও
ৰাজ্য সাধাৰণ সম্পাদক হিসেবে

আইয়্যাকের প্রতীক জেনেকের নিয়োগ করা হোক। দলটা ওরা এতকাল ভোলাভাবে চালাচ্ছে যে সাংগঠনিক পদও প্রতীকের প্রাপ্য। দলের মঙ্গল হোক। তৃণমূলের সদ্য প্রাণান্ত সাধারণ সম্পাদকের কথায়



আইপ্যাকের প্রতি শ্রেয় এবং অসন্তোষ

প্রকাশ পাচ্ছে বলেই মনে করছে
গোপ্যবাহাল মহলা। বুধবার কুলালকে
সবানো হয়েছিল রাজ্য সাধারণ
সম্পাদকের পদ থেকে। বৃহস্পতিবার
তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকা
থেকেও সরানো হয় তাঁকোভেবে তা
সঙ্গেও অনুগামীদের পাশে পেয়েছেন



প্রকাশ পাচ্ছে বলেই মনে করছে
 ওয়াকিবহাল মহল। বুধবার কুণালকে
 সরানো হয়েছিল রাজ্য সাধারণ
 সম্পাদকের পদ থেকে। বৃহস্পতিবার
 তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকা
 থেকেও সরানো হয় তাঁকে। তবে তা
 সত্ত্বেও অনুগামীদের পাশে পেয়েছেন

তিনি। বৃহস্পতিবার কুালের
অকিসরে সামনে জোতা হন।
তৃণমূলের বহু কর্মী সমর্থক
রাজ্যজুড়ে বহু কর্মী তাঁকে ফোনে
বলি পাঠিয়েছেন। দেশের দাবি প্রাক্তন
সাবেগবেরা কর্মীদের পাশে দেন,
আবেগভাতিত কুাল বলে দেন,
তিনি পদে নন, পথে আছেন। কুাল
বলেন, 'ওরা ইন্ডোর, অমিল
আউটগেট।' সমর্থকদের পাশে পেয়ে
কেন্দ্রে ফলোতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।
কুালের পাশে ডায়েরিয়ে বিরোধী
রাজনৈতিক দলের নেতারাও
বিজেপি প্রাণী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
থেকে অরার চৌধুরী সকলেই পাশে
ডায়েরিয়ে তরা। তৃণমূল এখন ক
করে তা দেখার।

তৃতীয় দফায় মুর্শিদাবাদ ও মালদহের চার কেন্দ্রে ভোট

জেলাশাসক- পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে কমিশন

মুর্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মে : রাজ্যে তৃতীয় দফায় মুর্শিদাবাদ ও মালদহের চার কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার। যার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের চিন্তা বাড়িয়ে মুর্শিদাবাদ। সেই চ্যালেঞ্জ মালদহে শান্তিতে ভোট করিতে বৃহৎসংখ্যার দুই জেলার বৈশাখিক ও পুর্নিত সুপারগের সঙ্গে অতিকর কলেবর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আর্থিককর আর্জি আকবাব। এই মুহূর্তে রাজ্যে ৪০৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। তৃতীয় দফা নির্বাচনের এর মধ্যে ৬৫০ কোম্পানি বাহিনীকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিযুক্ত থাকে হচ্ছে। মালদহে মোতামেন থাকছে ১৪২ কোম্পানি বাহিনী। মুর্শিদাবাদে মোতামেন থাকবে ১১৪

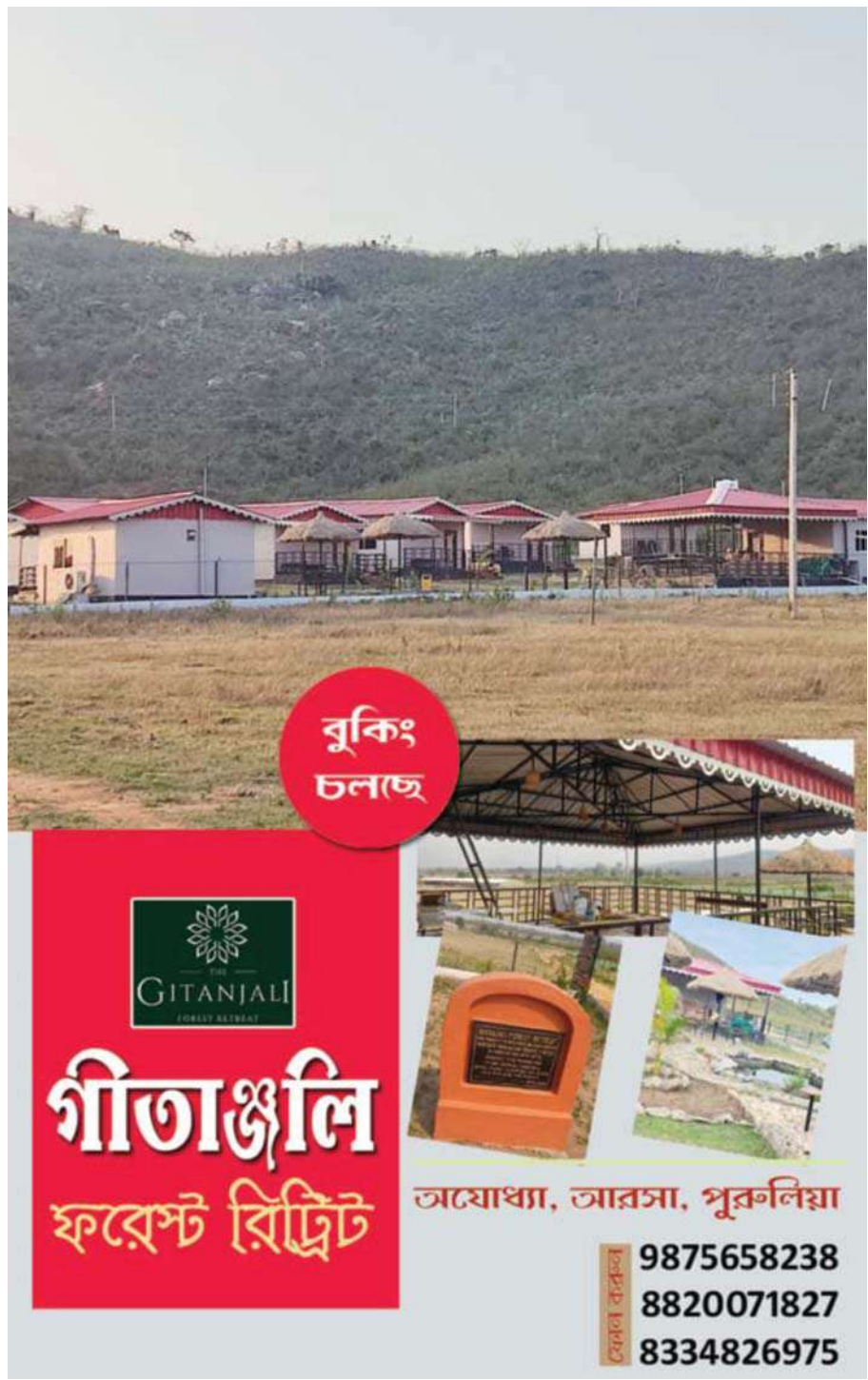
কেপাশানি বাহিনী। যদিও পরিস্থিতি
বিচার করে মুর্শিদাবাদে বাহিনী
মোটামুঠের সংখ্যা বাড়তে পারে
বলে কমিশন সূত্রে খবর। বাকি
বাহিনীর একটা বড় অংশ কুইক
রেসপন্ড টিমের সদস্য হিসাবে
থাকবে। অতিরিক্ত বাহিনীকে এয়ারা
ডমিনেশন ও স্ট্রোক প্যারায়াজ কাঞ্চে
লাগানো হবে। কমিশন জানিয়েছে,
এই পর্বে প্রতিটি বুথে ওয়েব
কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে। মুর্শিদাবাদ
জৈনে কমিশনের ভিত্তর কার্যকর এই
জ্যোয় অভ্যন্তরে নির্বাচনী ইতিহাস।
গত বেশ কয়েকটি ভোটে মুর্শিদাবাদে
প্রবল অশান্তি হয়েছে। এর মধ্যে গত
বছর ধর্মঘাতে ভোটে বহু প্রাণহানি
দেখিয়েছে এই জেলা। শুধু ভোটের

দিনই অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়। সম্প্রতি রামনবমীর মিছিলে হামলার ঘটনায় জেলার শক্তিপুরে উত্তেজনা ছড়ায়। যার জেরে শক্তিপুর ও বেলডাঙা থানার ওসিকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তার আগে সরিয়ে দেওয়া

মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের
ডিআইজি মুর্শিদাবাদ এর পরও জেলায়
শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানো বড় চ্যালেঞ্জ
বলে মনে করছে কমিশন।
সুসঙ্গতিপূর্ণ মুর্শিদাবাদে আলহেদর পর
কমিশনের সামনেও মারও কটিন
পরীক্ষা ১৩ মে রোং চতুর্থ দফায়।
যে পূর্বে আট কেম্বের মধ্যে রয়েছে
বহরমপুর, বীরভূম, আসানসোলে
কলকাতা নাম। এই দফার জন্য স্বপ্নটি
মন্ত্রকের কাছে ৭৫০ কোম্পানি
বাহিনী চেয়েছিল কমিশন। পাওয়া
গিয়েছে ৫৯৬ কোম্পানি বাহিনী।
কমিশন সূত্রে খবর, বাড়তি ১৯০
কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে পা রাখতে
চলেছে ১৩ মে রাতে। এই মধ্যে
চতুর্থ দফায় ৭৮ কোম্পানি বাহিনী

আটটি কেন্দ্রে ভোটের কাজে নিযুক্ত
হবে। তবে বাহিনী বাড়লেও
কুইক রেসপন্স টিমের সংখ্যা বাড়েনি।
এখনও পর্যন্ত ১৪৮ কিউআরটি
বিশেষ নিশ্চয়তা দিয়েছে কমিশন।
দরমাসে এই সংখ্যাটা বাড়ানো হবে
বলে খবর।

উল্লেখ্য, ভোট শুরু অগেই বাংলা
নাগরবাহিনী ৯২০ কোম্পানি বাহিনী
পাঠানোর কাজ যোগ্য করেছিল
কমিশন। প্রথম পর্বে পাঠানো ১২৬
৩৬৩ কোম্পানি বাহিনী। দ্বিতীয়
দফা বাহিনীর সংখ্যা ৩৪৪
কোম্পানিতে দাঁড়ায়। ৭ মে তৃতীয়
দফার আরও প্রায় ৭৫ কোম্পানি
বাহিনী আসা হবে বাহিনীর সংখ্যা
দাঁড়িয়েছে ৪০৬ কোম্পানিতে।



‘১৫ জুনের মধ্যে ছাড়তে হবে বাড়ি, না ছাড়লে ‘ক্রিমিনাল কেস’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মেঃ শহর জুড়ে রয়েছে একাধিক বেআইনি নির্মাণ, অথচ সেগুলি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না! কেনা কিছু করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন বারবার তুলেছে কলকাতা হাউকে। গার্ডেনরিচে বাড়ি ভাঙার পর যে জনস্বার্থ মামলা হয়, তাতে এবার কড়া নির্দেশ দিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বৈধে। কলকাতা পুরনিগম যদি বেআইনি বাড়ি ভাঙতে সমর্থ না হয়, তাহলে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিতে পারবে। এর জন্য কলকাতা পুলিশ

পুলিশকে ‘টাস্ট ফোর্স’ গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

বিশেষ টাস্ট ফোর্স গঠন করবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরময় ভট্টাচার্যের বৈধে চলছিল মামলার শুনানি। সম্প্রতি



হাওরেক একেটি বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে বলেও নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগ ওঠে, ওই বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল। এই মামলার আগে প্রধান বিচারপতি পূরনিগমকে প্রশ্ন করেছেন, কোন বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে না? রাজনীতির অভুলিহেলনে প্রশাসন কাজ করেছে কি না, এই প্রশ্নও উঠেছে। ইতিমধ্যেই এই সক্রান্ত একটা বিপোর্টি হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছে পূরনিগমের তরফ থেকে। পূরনিগমের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কোন বাড়ির নির্মাণ বেআইনি, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি ভাঙার জন্য ব্যবস্থা ও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কারণ, বাড়ি ভাঙতে যেবেআইনিভাবে রয়েছেন বাসিন্দারা। অা যা সে সব বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে, সেগুলি আবার বাসিন্দারা নির্মাণ করে ফেলছেন। এই তথ্য দেখার পরই পুলিশের সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুধু তাই নয়, ১৫ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে বাসিন্দাদের। যদি কেউ বাড়ি খালি না করতে চান, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি। তবে কতগুলি বাড়ির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনেনি।



‘সে’ আসছে, উত্তাল হয়ে যাবে সমুদ্র! টানা ২ দিন যেতে মানা মৎস্যজীবীদের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মেঃ হাওয়াবদলের জেরে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া এতটাই বদলে যাবে আগামী সপ্তাহের শুরুতে যে

মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। বড়-বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে আগামী সোম ও মঙ্গলবার সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে

মৎস্যজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। এই দুই জেলারই সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অনেকেই সোমদ্বি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। এবার আগামী সপ্তাহের শুরুর দুদিন তারের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধ করা হয়েছে বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে। যেভাবে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে টানা তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি চলছে, রবিবার থেকে সেই ছবি বদলে যাচ্ছে বালাার আবহাওয়া। রবিবার বালাার বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির

সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার থেকে বাংলাের কোনও জায়গাতেই তাপমাত্রা ৪০-এর উপরে থাকবে না বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। শুধু বৃষ্টিপাতই নয়, সঙ্গে বিকলের দিকে কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এতদিন পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প

চুকতে পারছিল না বাংলায়। সেই কারণেই এই শুষ্ক গরম দেখা যাচ্ছিল দক্ষিণের জেলাগুলিতে। তবে সোমবার থেকেই ঘুরে যাচ্ছে খেলা। দাবাদাহ থেকে তো আপাতত মুক্তি মিলেছেই, সঙ্গে আবহাওয়ার এতটাই জোলাদল হয়ে যে সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। সেই কারণে আবহাওয়া দফতর থেকে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আগামী সোম ও মঙ্গলবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

বনগাঁয় ব্যবসায়ীর কাছে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার!

দুরন্ত বার্তা, বর্নগাঁ, ৩ মেঃ ভোটের মাঝে মালদহে একাধিকবার মোটা টাকা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। এবার বনগায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে লক্ষ লক্ষ টাকার হদিস মিলল। টাকার উৎস জানতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বর্নগাঁ বাটার মোড় সংলগ্ন ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় আয়কর বিভাগ। তল্লাশির পর দক্ষায় দক্ষায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ওই ব্যবসায়ীকে। বর্নগাঁ থানার পুলিশের কাছে সূত্র মারফত খবর এসেছিল যে, তার কাছে লক্ষাধিক টাকা রয়েছে যার উৎস জানা। এরপরই কুমারের হালদার থানা ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি পৌঁছিয়ে বর্নগাঁ থানার পুলিশ। খবর পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসেন নির্বাচন কমিশনের কয়েকজন আধিকারিক। ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে ২০-২২ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে বলে সূত্রের খবর। এই টাকা কোথা থেকে এসেছে তার সদুত্তর তিনি দিতে না পারায় ডাকা হয় আয়কর বিভাগকে। এই টাকা কার, কোনও বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা, তা জানতে তৎপর আয়কর বিভাগের তিন সদস্যের দল। গত মাসের শেষের দিকে মালদহে এক বিজেপি নেতার গাড়ি ডেকে প্রায় ২ লক্ষ উদ্ধারের ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়ায় বাংলায়। গত বুধবার রাতে ফের টাকা উদ্ধারের ঘটনা ঘটে মালদহে।

ছুরি দিয়ে এলোপাখাড়ি ‘কোপ’, ফুলবাগানে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মেঃ রাতে গরম লাগছিল। তাই হাওয়া খেতে ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিজেপি কর্মী! আর তারই নাকি তার ওপরে হামলা! ছুরি দিয়ে এলোপাখাড়ি কোপ মারার অভিযোগ। ঘটনায় কাগুড়গামা তৃণমূল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার রাতের প্রচণ্ড ঘরমে বাড়ির বাইরে বেরোলে তৃণমূল আশ্রিত দুকুঠীরা তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি মারধরের পর তাঁকে জলেও ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে খুলে আসেন। ততক্ষণে দুকুঠীরা পালায়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের তরফ থেকে খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেন ফুলবাগান থানার আধিকারিকরা। আহত যুবকের বয়ান রেকর্ড করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শরীরে পায়ে গভীর ক্ষত রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এন্দলকে নসিংহায়ে স্থানান্তরিত করেন। ঘটনার পর বিজেপি নেতা তমোয় ঘোষ ঘটনাস্থলে গমন। আহত যুবকের সঙ্গে দেখা করেন। যদিও এই ঘটনায় এখনও তৃণমূলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

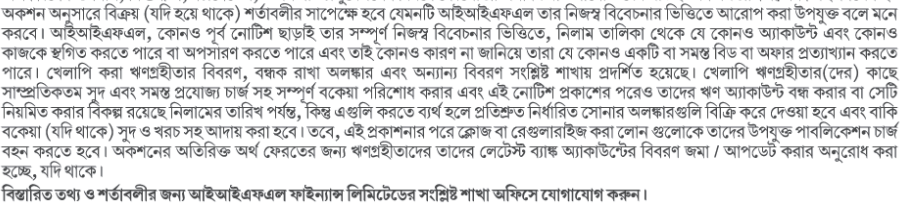
সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (“IIFL”) সেইসব ডিফন্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম কাছই যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের সোনা রেজলারিফ করেননি বা কোনো অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত সোনা আকারউটে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম 09-05-2024 তারিখে পুরূর 3টো থেকে বিকাল ৫টাের মধ্যে ই-প্রক্িউরমেন্ট স্টেন্দোলালিশ লিমিটেডে-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্রাক্ষরিত <https://egold.auctiontiger.net-এ> অনলাইনে পরিচালিত হবে। ছান বা তারিখের কোনোকারণ পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই দিনম ও শর্তে নিলাম প্রাক্ষরিত এবং/ অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাছা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সরক্ষণ করে। যে বাৎসক আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্রাক্ষরিত এবং/ অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিনদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যবিপে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনির্া/অধিগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: কুড়ই-বাঙ্গার জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL22635565, GL22983170, GL23658584, GL25240506, GL25251471, GL27626879, GL276643408, GL27660358, GL27673388, GL29191408, GL29305174, GL29458149, GL29543714, GL29557641, GL29579700, GL29593967, GL29732045, GL29835265.
শাখার নাম: এল্লার পূর্বমেদিনীপুর জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL22552804, GL25440981, GL25461323, GL26964613, GL26970501, GL29013802, GL29273750, GL29465300, GL29475568, GL29482397, GL29499035, GL29510669, GL29520363, GL29523149, GL29557515, GL29569022, GL23605650.
শাখার নাম: মেদোল-জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL26090846, GL26106990, GL26379814, GL27415581, GL27425358, GL27655504, GL27817679, GL27830163, GL29485713, GL29499568, GL29625324, GL29636897, GL29740306.
শাখার নাম: মেলিপুর-বহলিয়া জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL22733646, GL23649245, GL24518167, GL24531041, GL25247599, GL25248605, GL25549987, GL2557371, GL25582400, GL25599427, GL26926826, GL26942241, GL27364040, GL27365937, GL27441239, GL27444013, GL27453366, GL27453675, GL28877198, GL28899881, GL29422548, GL29458666, GL29475838, GL29531368, GL29546858, GL29555801, GL29569626, GL29676163, GL29678190, GL29684422, GL29684622, GL29692227, GL29707735, GL30432831.
শাখার নাম: মেলিপুর-পার্কুর। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL24585257, GL24590133, GL25107547, GL25109804, GL25260982, GL29110369, GL29128425.
শাখার নাম: তালুক-কাকদ্বীলা জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL24873516, GL25231871, GL25249707, GL25911905, GL26209339, GL27814569, GL29407859, GL29426082, GL31897407.
শাখার নাম: নন্দীদাম-বাঁশপাা রোড জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL20728240, GL20746918, GL22921457, GL27417797, GL24630223, GL28478256, GL29062282, GL29074342, GL29111055, GL29128647, GL29158985, GL29176820, GL29697486, GL31020353.
শাখার নাম: পূর্ব মেদিনীপুর-হলদিয়া জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL15904192, GL19232582, GL20054791, GL23524390, GL23540702, GL25045639, GL25069190, GL25530056, GL25545094, GL25834641, GL26388225, GL26392031, GL276754380, GL27677417, GL26847830, GL26868680, GL27287825, GL27284369, GL27355443, GL27393669, GL274590112, GL27482112, GL27543943, GL27675606, GL27675669, GL28752634, GL28756194, GL28935522, GL2895321, GL29011604, GL29032211, GL29042183, GL29045476, GL29049091, GL29134387, GL29149340, GL29150090, GL29267881, GL29267837, GL29304788, GL29323334, GL29377075, GL29415821, GL29464168, GL29441627, GL29445808, GL29534712, GL29569521, GL29593935, GL29545935, GL29546436, GL29601025, GL29613806, GL29626581, GL29637167, GL29693167, GL29697739, GL29731636, GL29746561, GL29945461, GL30099898, GL32003389.
শাখার নাম: রানদার-ভান্ডারখড়ি জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL24889955, GL25353534, GL25526104, GL25544273, GL27412551, GL27442489, GL29306503, GL29324431, GL30662418.

শাখার নাম: তালুক-কাকদ্বীলা জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL21401414, GL21414693, GL27444331, GL27452580, GL27557761, GL27569643, GL27570421, GL27582161, GL27583901, GL27643316, GL27673515, GL27785582, GL28126380, GL28195328, GL29108862, GL29157799, GL29210429, GL29227124, GL29390251, GL29393065, GL29486490, GL29489818, GL29505512, GL29515269, GL29523834, GL29532891, GL29589091, GL29568553, GL29647942, GL29661022, GL296693125, GL29707312, GL30807091, GL30823414.
ই-অকশন “সোনাে বেরকভাবে আছে” এবং “সেতাবহায আছে” এবং “যা আছে” ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলঙ্কারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, কারেন্টেজ, ওজন বা ভালুেশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধির বা ওয়ারেন্টে সেনা না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে মেনেটি আইআইএফএল তার নিষ্কৃ বিবেচনার ভিত্তিতে আদ্যের কা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিস ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিষ্কৃ বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও আকারউট এবং কোনও কার্কেট হুগিক করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিব বা অধার প্রত্যাহান করতে পারে। নোটিস প্রাধিকার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের (সেনা) ছান সাপেক্ষিতকৃত সূম এবং বধ্য সম আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকানান পরে ক্রোজ বা রেজলারিফ করা সোন গুদোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের স্টেটেম্ট ব্যাঙ্ক আকারউটে বিনদ রাখা হবে, যদি থাকে।

বিজারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।



তারিখ: 04.05.2024

হান: পূর্ব মেদিনীপুর

S/

অনুমোদিত স্বাক্ষর

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (“IIFL”) সেইসব ডিফন্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম কাছই যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের সোনা রেজলারিফ করেননি বা কোনো অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত সোনা আকারউটে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম 09-05-2024 তারিখে পুরূর 3টো থেকে বিকাল ৫টাের মধ্যে ই-প্রক্িউরমেন্ট স্টেন্দোলালিশ লিমিটেডে-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্রাক্ষরিত <https://egold.auctiontiger.net-এ> অনলাইনে পরিচালিত হবে। ছান বা তারিখের কোনোকারণ পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই দিনম ও শর্তে নিলাম প্রাক্ষরিত এবং/ অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাছা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সরক্ষণ করে। যে বাৎসক আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্রাক্ষরিত এবং/ অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিনদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যবিপে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনির্া/অধিগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: আসনোল-কোর্ট হোজ জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL23301926, GL23309004, GL23919973, GL27493437, GL27423089, GL27435821, GL25005625, GL25006923, GL25007131, GL25009540, GL25011833, GL25068187, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25699569, GL26077417, GL26891353, GL26893317, GL26987025, GL27474823, GL27469452, GL27469452, GL275509307, GL27552555, GL27724431, GL27937927, GL26939567, GL28491610, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29382162, GL29390760, GL293991140, GL29400660, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29406250, GL29495179, GL29499665, GL29533820, GL29545605, GL29546244, GL29590588, GL29604668, GL29613804, GL29641433, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29670088, GL29679437, GL29684612, GL29684822, GL29691551, GL29699251, GL29702230, GL29707322, GL29707811.
শাখার নাম: আসনোল-কোর্ট হোজ জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL23301926, GL23309004, GL23919973, GL27493437, GL27423089, GL27435821, GL25005625, GL25006923, GL25007131, GL25009540, GL25011833, GL25068187, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25699569, GL26077417, GL26891353, GL26893317, GL26987025, GL27474823, GL27469452, GL275509307, GL27552555, GL27724431, GL27937927, GL26939567, GL28491610, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29382162, GL29390760, GL293991140, GL29400660, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29406250, GL29495179, GL29499665, GL29533820, GL29545605, GL29546244, GL29590588, GL29604668, GL29613804, GL29641433, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29670088, GL29679437, GL29684612, GL29684822, GL29691551, GL29699251, GL29702230, GL29707322, GL29707811.
শাখার নাম: আসনোল-কোর্ট হোজ জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL23301926, GL23309004, GL23919973, GL27493437, GL27423089, GL27435821, GL25005625, GL25006923, GL25007131, GL25009540, GL25011833, GL25068187, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25699569, GL26077417, GL26891353, GL26893317, GL26987025, GL27474823, GL27469452, GL275509307, GL27552555, GL27724431, GL27937927, GL26939567, GL28491610, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29382162, GL29390760, GL293991140, GL29400660, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29406250, GL29495179, GL29499665, GL29533820, GL29545605, GL29546244, GL29590588, GL29604668, GL29613804, GL29641433, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29670088, GL29679437, GL29684612, GL29684822, GL29691551, GL29699251, GL29702230, GL29707322, GL29707811.
শাখার নাম: আসনোল-কোর্ট হোজ জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL23301926, GL23309004, GL23919973, GL27493437, GL27423089, GL27435821, GL25005625, GL25006923, GL25007131, GL25009540, GL25011833, GL25068187, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25699569, GL26077417, GL26891353, GL26893317, GL26987025, GL27474823, GL27469452, GL275509307, GL27552555, GL27724431, GL27937927, GL26939567, GL28491610, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29382162, GL29390760, GL293991140, GL29400660, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29406250, GL29495179, GL29499665, GL29533820, GL29545605, GL29546244, GL29590588, GL29604668, GL29613804, GL29641433, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29670088, GL29679437, GL29684612, GL29684822, GL29691551, GL29699251, GL29702230, GL29707322, GL29707811.
শাখার নাম: আসনোল-কোর্ট হোজ জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL23301926, GL23309004, GL23919973, GL27493437, GL27423089, GL27435821, GL25005625, GL25006923, GL25007131, GL25009540, GL25011833, GL25068187, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25699569, GL26077417, GL26891353, GL26893317, GL26987025, GL27474823, GL27469452, GL275509307, GL27552555, GL27724431, GL27937927, GL26939567, GL28491610, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29382162, GL29390760, GL293991140, GL29400660, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29406250, GL29495179, GL29499665, GL29533820, GL29545605, GL29546244, GL29590588, GL29604668, GL29613804, GL29641433, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29670088, GL29679437, GL29684612, GL29684822, GL29691551, GL29699251, GL29702230, GL29707322, GL29707811.
শাখার নাম: আসনোল-কোর্ট হোজ জিএল। শোঙ্গ সোনা আকারউট নম্বর: GL23301926, GL23309004, GL23919973, GL27493437, GL27423089, GL27435821, GL25005625, GL25006923, GL25007131, GL25009540, GL25011833, GL25068187, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25699569, GL26077417, GL26891353, GL26893317, GL26987025, GL27474823, GL27469452, GL275509307, GL27552555, GL27724431, GL27937927, GL26939567, GL28491610, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29382162, GL29390760, GL293991140, GL29400660, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29406250, GL29495179, GL29499665, GL29533820, GL29545605, GL29546244, GL29590588, GL29604668, GL29613804, GL29641433, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29670088, GL29679437, GL29684612, GL29684822, GL29691551, GL29699251, GL29702230, GL29

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫৪ সংখ্যা, শনিবার, ২১ বৈশাখ, ১৪৩১

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিন এবং পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন। ভারত পাকিস্তান একই মঞ্চে থাকলে তা বাকশব্দে পরিণত হচ্ছে সেটা এখনও বন্ধ হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে কাম্বীর নিয়ে আর কোনও কথা বলা হবে না। ভারতের অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রশক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও কথা নয়। পাকিস্তান কাশ্মীরে সন্ত্রাসকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদকে যারা সমর্থন করে তাদেরকে যেন এসিও সম্মেলনেও সমালোচনা করা হয়। ঘরোয়া রাজনীতি থেকে ফায়াদা লোটার চেষ্টা বহু বিদেশি রাষ্ট্রশক্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই খবর তাদের কাছে আছে। এই সব বিদেশি রাষ্ট্রশক্তি বরাবরই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে হস্তক্ষেপ করে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। খলিস্তানপন্থীদের উদ্ভান্নি দেওয়ার পিছনে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে। ভারতের কৃষক আন্দোলনে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন যেভাবে নয়া দিল্লিতে কৃষকেরা প্রবেশ করে ভারতের জাতীয় পতাকাকে নামিয়ে খলিস্তান পতাকা তোলা হয়েছিল সেখানেও বিদেশিশক্তির হাত ছিল। সব খবর ভারত সরকারের কাছে রয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হার্মান। সময় আসলে তখন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মুম্বই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল লঙ্কর জঙ্গি সার্জিদ মির। তাকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি তালিকায় আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে এই প্রস্তাবকে আটকে দিয়েছিল চিন। এই নিয়ে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে চিনের সমালোচনা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে জঙ্গিরা কেনও ভালো বা মন্দ হয় না। জঙ্গি যারা তারা জঙ্গিই। তাদের সঙ্গে আর কোনও আপোষ করা চলবে না। প্রয়োজন হলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু পাকবৃদ্ধ চিন এই সব জঙ্গিদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক রাজনীতির পক্ষে ভয়ঙ্কর। জঙ্গিদের যে করেই হোক দমন করতে হবে। সন্ত্রাসবাপকে দমন করতে সারা বিশ্বেের রাষ্ট্রদের একটি ছাতার তলায় আসতে হবে। সীমান্ত একলায় সন্ত্রাসবাদকে যারা মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে তাদেরকে সাবধান করে দিতে হবে। সীমান্ত এলাকায় কোনও রকম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আর একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। চিনের দিকে প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন তারো আগ্রাসন নিয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটি কথাও বলতে পারেননি। মৌলবাদ শুধু ভারতের সমস্যা নয়। আজকে মৌলবাদ সারা বিশ্বের সমস্যা হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। সন্ত্রাস এবং মৌলবাদ এখন পাশাপাশি চলতে শুরু করে দিয়েছে। আর ওই সবগুলিকে সমর্থন করতে শুরু করেছে বেশ কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাদেরকে বলা হচ্ছে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। তবুও তারা তাদের স্বার্থকে দেখার জন্য এই অসশক্তিকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের নাম না করে মোদি বলেছেন আফগানিস্তানের জমি ব্যবহার করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সমস্যা যেন বৃদ্ধি না করে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। গণতান্ত্রিক দেশগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

সুভাষচন্দ্র বোসের ‘ভারত’

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ইংরেজ শাসন টলমল হতে শুরু করে দেয়। নেতাজি এবং রাসবিহারী বোস জাপান সরকারের সহযোগিতা নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করে বসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যদি আনবিক বোমা না পড়তো তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতে প্রবেশ করে যেত সেটা নিশ্চিত ছিল। আসলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান ভুল পরিকল্পনা নেওয়ার ফলে সব জায়গা থেকে ব্রিটিশরা হারতে শুরু করে দিয়েছিল। যে জার্মানকে গোটা বিশ্ব ভরে পেতে শুরু করে দিয়েছিল সেই জার্মানরা হঠাৎ করে সুপ পাচেন্টে দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো। প্রচণ্ড শীতে রাশিয়া একটি দুর্ভেদ্য দেশে পরিণত হয়। প্রচণ্ড শীত আসে যাওয়ার ফলে জার্মানরা আর সেখানে দাঁড়াতে পারলো না। মস্কো ত্যাগ করতে শুরু করলো হিটলার বাহিনী। যার ফলে জার্মান জাতির পরাজয়। যে জাপানি শক্তিশালী জার্মানদের ওপর ভর করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে আমেরিকার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রে সঙ্গে তীর লড়াই করে চলেছে সেই জাপানের গতি রোধ করতে আমেরিকা বাধ্য হয়ে আনবিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। না হলে জাপানকে রোখার মতো কোনও শক্তি দেখতে পাওয়া যায়নি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়। জাপানকে আনবিক বোমা দিয়ে কাবু করে ফেলল আমেরিকার সেনাবাহিনী। ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করলো। জাপান আত্মসমর্পণ করতেই আজাদ হিন্দ বাহিনী একেবারে শক্তিহীন হয়ে গেল। জাপানের শক্তির ওপরে নির্ভর করে আজাদ হিন্দ বাহিনী লড়াই করছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। জাপান সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র গিয়ে সাহায্য করছিল। কিন্তু জাপান আত্মসমর্পণ করা আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষে লড়াই করা আর সম্ভব হ'ল না। পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সেনাদের কাছে। এই সব বন্দি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যদের বিচার হয়েছিল লালকোলায়। প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথাকে সামনে রেখে এখন ভারতবর্ষটাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দেশপ্রেমকে সামনে রেখে দেশবাসীকে এগিয়ে চলার কথা বলছেন। সংগ্রামী হওয়ার কথা বলছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, সাধনার দরকার। সেটা করতে হবে। নিষ্ঠাভরে মাকে ডাকতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। মায়ের

নামে নিজেকে পাগল করে দিতে হবে। তবেই মায়ের আশীর্বাদ পাবি যে তোরা। আসলে মাতৃভক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর মতো সম্পদ আর নেই। যিনি এই সম্পদ পেয়েছেন তাঁর কাছে এই জগৎ তুচ্ছ। জগতের কোনও কিছু তাঁর কাছে একেবারে মূল্যহীন। মা মা বলে শক্তি সঞ্চয় কর। তাহলে সব কিছুকে জয় করতে পারবি। নাহলে কিছু একেবারে শক্তিহীন হবে। খুঁজে পেড়োতে হবে। নারী শক্তি চাই। জগৎকে পরিচালিত করে নারী শক্তি।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা বলেন, পূজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ মন হতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না চল তাহলে

পূজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধিকরতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগতে হবে মনের মধ্যে থাকা সব শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিদায়ক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। তাহলেই সব কাজ সুসম্পন্ন হতে পারবে। জ্ঞানে প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। আয়ের মস্তে দীক্ষিত হতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। মানবতাবাদকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তবেই মানুষ আপন শক্তির ওপরে ধীর স্থিরভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে

ইসরো, নাসার পরে এবারে বউবাজারের গুলেদানন্দ বাবাজি চন্দ্রাভিযানে মেতে উঠলেন মন্ত্রশক্তির হাত ধরে

রবীন্দ্র কুমার শীল

গুলেদানন্দজি গুলগুলি একটু কি বেশি রকমের ঝাল হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে টকের ভাবটা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আমরা সকলেই এই সব গুলগুলিকে সহজে হজম করতে পারছে না। গুলেদানন্দজি আসর ক্রমশ ফাঁকা হতে শুরু করবে এটাও মেনে নেওয়া যায় না। আমরা তো একেবারে এটা সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারছিও না। কানে কানে গুলেদানন্দকে বললাম, দাদা, আপনি এবারে এমন একটি গুল দিন তা শুনলে লোকেরা একেবারে হেসে খুন হয়ে যাবে। হেসে খুন হওয়া শব্দটা কে আবিষ্কার করেছিল তা অবশ্য জানা যায় না। হেসে আবার খুন করা যায় নাকি তাও জানা নেই। লোকেরা অস্ত্র দিয়ে খুন করে জানি। হাসি দিয়ে খুন করা যায় তা জানি না। গুলেদানন্দজি আমাদের ফিসফাস শব্দ শুনে বললেন, তোদের মাথায় কিছু নেই বুঝি। তোরা যে কী করে গোবর মাখায় নিয়ে এত দিন বেঁচে রয়েছি তা ভাবলে আমার অবাকই লাগে। তবে শোন, হেসে খুন মানে হল যে হাসি একেবারে থামানো যাচ্ছে না। আমার কথা শুনে সবাই যে রকম করে হাসতে শুরু করে তাকেই ‘হেসে খুন’। ‘হেসে খুন’ হচ্ছে বাল্যার একটি প্রবাদবাক্য বুঝি। বিদ্যাসাগরের বাংলা ব্যাকরণ তো পরিস নি। সেই কারণে তোরা এই সব শব্দ ব্যবহার করতে শিখলি না। বিদ্যাসাগরের ‘আন্তিবিলাস’ বইটি কি পড়ছিস? পড়িস নি তো? তাহলে তোরা হেসে খুন হওয়ার কথাটার মানে বুঝতে পারবি না। তোদেরকে এবারে প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেখানেও তোদের স্থান হবে কিনা বলা খুবই মুশকিল। যা তোদের গোবর পাখা মাথা। তাতে ঘুটেও হবে না। সেই কারণে তোদের বসলেই মাথা থেকে একটি দুর্গন্ধ পাই বুঝি। চূপ করে বসে থাক। একটুও নড়াচড়া করিস না। যত সব বোকান্দদের দল। আমরা যেমন গুলেদান্দ গুলেদানন্দ বলে থাকি ঠিক তেমনি করে গুলেদান্দ আমাদের বোকানন্দ বসে থাকেন। হঠাৎ করে একটি

অট্টহাসির শব্দ ভেসে আসতে শুরু করলো। কি যেন ভাবছিলাম। সেই ভাবনা থেকে চমকে গিয়ে একেবারে অট্টহাসির শব্দ শুনে আমাদের পিলেটা চমকে উঠল। তখন সবাই এক সঙ্গে করছে, উজ্জ আহা উজ্জ। কে এই রকম মুখ দিয়ে শব্দ করতে শুরু করেছে তা বোঝা গেল না। তবে পরে জানতে পারলাম যে গুলেদানন্দ এবারে তিনি তন্ত্র সাধনা করতে তারাপীঠ যাবেন। তারকের চায়ের দোকানে গুলেদানন্দের শিষ্যরা বলে উঠলেন দাদা, আপনি তারাপীঠ না গিয়ে একেবারে কামরূপ কামাখ্যা যেতে পারেন। সেখানে এত যিঞ্জি নেই তারাপীঠের মতো। শাস্ত্র পরিবেশ। লোকজনও বেশি নেই। নির্বিষয়ে তন্ত্র সাধনা চালিয়ে যেতে পারেন। জানা গেল যে গুলেদানন্দজি মহারাজ এবারে তন্ত্র সাধনা করে তিনি চাঁদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সেই কারণে তারকের চায়ের দোকানে ক্যাবিনটে সভাতে তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার খুবই প্রয়োজন বলে মনে করেন গুলেদানন্দজি মহারাজ। তিনি এদিক দিক একেবারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। সবার মত নেওয়া চাই। সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা চাই। গুলেদানন্দজি জানেন যে চাঁদে যেতে গেলে চন্দ্রযান দরকার। কিন্তু গুলেদানন্দজি তো চন্দ্রযান নেই। সেই কারণে তিনি মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে নিজের দেহকে হাঙ্কা করে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্য পাড়ি জমাতে চান। শরীর যত হালকা হবে ততই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনের আকর্ষণ কম হতে থাকবে। তার ফলে পৃথিবী তাঁকে সহজেই ত্যাগ করে টেনে রাখতে পারবে না। ফলে তিনি অতি সহজে হালকা শরীর নিয়ে নীল আত্মস্থৎ এর মতো চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়াতে পারবেন। হঠাৎ করে চাঁদের দিকে গুলেদানন্দজির নজর পড়লো কেনা তা আমরা বুঝতে পারলাম না। তিনি তখন বসে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খাওয়ার জন্য তারকের দোকানে এসে উপস্থিত হয়েছি। তখনই তিনি নিজের মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করে দিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি আরও বেশি করে জোর দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, ব্যোম শঙ্কর। সেকি আওয়াজ করে চিৎকার। কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার জগাণ্ড। গুলেদানন্দজির হলটা কি? বলা নেই কওয়া নেই ‘ব্যোম শঙ্কর’ বলে বিকট রকমের হাঁক দিয়ে উঠলেন। তার পরে দেখতে পাওয়া গেল



কোমরের পকেট থেকে বের হচ্ছে একটি রুড্রাক্ষের মালা। বিন বিন করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মালা জপতে শুরু করে দিলেন। আমাদের তখন ভিড় মি খাওয়ার পালা। আমাদের মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। এ সব তোরা বুঝতে পারবি না। মন্ত্রশক্তি পড়ছিস? পড়িসনি তো! তা পড়বি কেন? ‘মন্ত্রশক্তি’ লেখাটা তোদের একবার ভালো করে পড়া উচিত বুঝি। মন্ত্র শক্তি থাকলে তোরা সবাই অসাধ্য কাজ করতে পারবি। কোনও কাঁজই শক্ত বলে মনে হবে না। তা ও গুলেদানন্দ বাবাজি, তোমার রকম স্কম তো ভালো ঠেকবে না। কি ভাবছেন তুমি? তার পরে নিজের পকেট থেকে একটি ছবি বের করে বললেন, এবারে দেখ, আমি চাঁদের বুকে পা দিয়ে ইটতে শুরু করে দিয়েছি মন্ত্র শক্তির জোরে। আমাদের দেশ ভারত চাঁদে চন্দ্রযান পাঠিয়েছে কিন্তু আমি যে চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সেই খবরটা রাখলো না নাসা এবং ইসরো। তারা কেবল তাদের কথাকে প্রাধান্য দিল। আমার চাঁদের অভিযানকে ধামা চাপা দিয়ে ফেলল। গুলেদানন্দজি এটা খুবই বেশি রকমের গুল হয়ে পাখা মাথা। একটু কম কম করে গুল দেওয়ার চেষ্টা করো। তা না হলে এখানে বসে আমাদের চা খাওয়াটা লাটে উঠতে শুরু করবে। সকাল সকাল তুমি এসে উপস্থিত হয়েছো? সকাল বেলায় কাচা ঘুমটা একেবারে ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম। সেখানে দেখলাম একটি তন্ত্র সাধক আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে দিয়েছেন তোার যদি শক্তি অর্জন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তন্ত্র সাধনা করতে

আগে সাধনা করেছিলেন। বাম্বিকী তো আগে মস্তান ছিলেন। তিনি তখন মস্তানি করে বেড়াতেন। জঙ্গলের দাদা হয়ে গিয়েছিলেন। কথা বলে না, আমরা জঙ্গলের রাজত্বে বসবাস করছি। কেউ জঙ্গলের পথ ধরে গেলেই তাকে ধরে লুটপাট করতে দস্যু রত্নাকর। তারপরে স্বর্ণের দেবতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো বাম্বিকীর ডাকাতি বন্ধ করতে হবে। তারা পথিক সেজে জঙ্গলের রাস্তা ধরে পুটলি-পটলা নিয়ে রাস্তা ধরে যেতেই পাড়কালো মস্তান রত্নাকর। ছদ্মবেশী দেবতারা দস্যু রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে আমরা সব টাকা পয়সা সোনা দানা দিয়ে দেব। তুমি যে এই সব পাপ কাজ করছো এর ভাগিদার কে হবে শুন। প্রশ্ন শুনে দস্যু রত্নাকর বলে উঠলেন, কেন আমি যাদের জন্য ডাকাতি করছি তারা এর ভাগিদার হবে। এই ডাকাতি তো কেবল আমার জন্য করছি না? আমরা পরিবারের সবার জন্যই ডাকাতি করছি। দস্যু রত্নাকরের কথা শুনে ছদ্মবেশী দেবতারা বলে উঠলেন তাহলে তোমার পরিবারের সবার কাছ থেকে কিনে এসো, তুমি যে পাপ কাজ করছো তারা তার ভাগিদার হবে কিনা। যাতে পালানো না পারে পথিককেবোরা তার জন্য ভালো করে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে দস্যু রত্নাকর বাড়ি তে গিয়ে উপস্থিত। প্রথমে নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন দস্যু রত্নাকর। বললেন, আমি যে ডাকাতি করে তোমাদের কাছে টাকা পয়সা খাবার দাবার নিয়ে আসছি সেই ইচ্ছা তুমি ভাগিদার হতে যাবে। তুমি আমাকে বিবাহ করছো। আমাকে খাওয়ানো দায়িত্ব তোমার। তুমি কীভাবে আমাকে খাওয়ানো সেটা তুমি ভাববে। কী কাজ করে আমাকে খাওয়াবে সেটা ভাবা দরকার তোমার। কোন কাজ করলে তোমার পাপ হবে না সেটা তুমি ঠিক করবে। খারাপ কাজ করে মৃত স্থানপ করতে পেরেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মঠ তৈরি করতে পেরেছিলেন। আজকে বেহুড় মঠ আন্তর্জাতিক মঠে রূপান্তরিত। এই সম্ভব হয়েছে সাধনার মন্ত্রের বীজ রোপন করতে শুরু করবেছিলে। ভারতে আবার বৈদিক মন্ত্রের ‘গন্ধার’ ধ্বনি শুনতে পাওয়া পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এই সব হচ্ছে শক্তির মন্ত্র জোরে। আধ্যাত্মিক সাধনার মন্ত্র। মনকে পবিত্র করার মন্ত্র উচ্চারিত হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র।

সম্পাদক সমীপেযু,

ভানু ব্যানার্জি ও সত্যেন বোস



সম্ভবত সপ্তরের দশক।কলেজ স্ট্রীটের মোড়। কিছু জরুরী বই কিনতে গেছেন কিংবদন্তী নায়ক উত্তম কুমারের ছোট ভাই ও খ্যাতনামা অভিনেতা তরুণ কুমার। এমন সময় দেখেন পুটিরামে দাঁড়িয়ে ‘তিনি’। পাহাড় প্রাম্না মিস্ত্রি কিনতে ব্যস্ত। মুখোমুখি হতেই সেই পড়চাঁব মাতৃসমা সেই মহিলা হেসে অনাবিল হাসি। ঢাকাই তোপ খেয়ে আসে -- আরে বুড়া! যাস কই...? তরুণবাবু বলেন -- বই কিনতে। বই কিনবি! তা বেশ বেশ...তবে তার আগে আমার কথাগুলোই আর একবার তুলে ধরলাম। ‘তিনি’ সচলেন আগে আগে, পিছনে বিশালকায় মিস্ত্রির হাঁড়ি- হাতে তরুণ কুমার। কলেজ স্ট্রিট, হেঁদো ছাড়িয়ে বিবেকানন্দ স্ট্রীটের কাছে শীর্ণকায় গলি তার মধ্যে ততাত্থিক ক্রিস্ট একটি বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন ‘তিনি’। সন্ধে নেমেছে শীতের কলকাতায়। চারিদিক বেশ

গান আমার মতো করেই গাইব। যদি মনে হয়, আমার গান আমার মতো করেই রেকর্ড করবেন, তাহলেই আমায় নেকেন। নাহলে আমাকে বাদ দি। মাম্মা দেকৈ নিয়েই গানটা করুন প্ধু! আমি ছোট বড় নিয়ে কিছু বলছি না। নিজের কাজের পারফেকশন নিয়ে শিল্পীদের নিজস্ব ইগো থাকতেই পারে। সে প্রসঙ্গ আলাদা। কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত গ্যারেলাল যে কথাটা বলেছিলেন, তার গুরুত্ব হচ্ছে, গানের মধ্যে গায়কি ইনপুট করে গাওয়ার যে কৌশল, সেটা মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর বেশি পছন্দ হয়েছিল। যাই হোক পরবর্তী ক্ষেত্রে কিশোর কুমার তাঁর নিজের স্টাইলেই গেয়েছিলেন। আজ সেজকাকুর স্টাইলে সেজকাকু গেয়েছিলেন। কাকা পরবর্তীকালে বলেছিলেন, দেখ একটা জিনিস, জগতে এর উত্তর কোনওদিনও পাবে না, আমরা গানবাজনা শিখে যেভাবে সুরের এপ্লিকেশন করি ওপেন সিঙ্গিং বা উদাস্ত কণ্ঠের গানে সুরের সেই মারপ্যাঁচ বা কারুকাঁজগুলো সেভাবে থাকেনা। কিন্তু গানের মূল উদ্দেশ্য তো আনন্দ পাওয়া। তাই সাধারণ জনগণ যারা নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য গান শোনেন, তাদের ৯০ ভাগের বেশি মানুষই কিন্তু সেই উদাস্ত গলার স্ট্রেট গানই পছন্দ করেন। গানের মধ্যে যে কারুকাঁজ, যে মারপ্যাঁচ, যে গায়কি সেসব খুব কম লোকই যোগান। আমাকে গান শেখাতে শেখাতে এই গল্পটা করেছিলেন সেজকাকু। আজ আপনাদের সামনে তাঁর বলা কথাগুলোই আর একবার তুলে ধরলাম। ‘পাড়োশন’ ছবির ‘এক চতুর নার’ গানটা তো ভারতীয় সিনেমাহলে রীতিমতো ইতিহাস হয়ে গেছে। স্বেদেয় (মেহমুদ সাহেব খুব পছন্দ করতেন সেজকাকুকে। তিনি বলতেন, তাঁর গান সব থেকে ভালো এক্সপ্রেস করতে পারেন মাম্মা দে।

ছেলের কাজের জন্য ভগিদার হয়ে যাবে? পাপ কাজের ভগিদার পিতামাতা হতে পারবে না। দস্যু রত্নাকর এবারে এসে হাত জোড় করে পায়ে পড়ে গেলেন গাছে বেঁধে রাখা পথিকদের পায়ে। খুবই অন্যায় কাজ করেছি একতাল ধরে। আমার এই কাজের কেউই ভাগিদার হতে চাইছে না। তখন ছদ্মবেশী পথিকেরা নিজেদের স্বমূর্তি ধারন করলেন। দস্যু রত্নাকর দেখলেন স্বর্ণের দেবতারা ছদ্মবেশ ধারণ করে মর্ত্যে উ পস্থিত হয়েছেন। দেবতাদের কাজে করজোড় করে বলতে শুণ্ড করে দিলেন দস্যু রত্নাকর- এর হাত থেকে মুক্তি উপায় কি? মুক্তি পেতে হবে অন্যায় কাজের জন্য। তখন দেবতারা দস্যু রত্নাকরকে বলে দিলেন একমাত্র হচ্ছে সাধনা করতে হবে। শক্তির সাধনা করতে হবে। পাপকে মোচন করতে গেলে মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন শুদ্ধ হলেই মহৎ কাজ করা সম্ভব। একটি গাছের নিচে বসে সাধনা করতে শুরু হলেন। ভারতের প্রথম মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ রচনা করে অমর হয়ে গেলেন। সাধনার সিদ্ধি লাভ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এই উচ্চ মার্গের মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁকে অনুরূপ করে পরে বহু কবিরা রামায়ণ রচনা করেছেন। বনোরাসে তুলসীদাস ‘রামায়ণ’ রচনা করেছেন। তিনি ‘রামলাল’ নাটক রচনা করেছেন। রামের মহাযাত্রাে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। তারপর বালায় কাশীরাম দাস ‘রামায়ণ’ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। মহাকবি বাম্বিকীর হাত ধরে বহু কবিরা রাম চরিত্রকে চিত্রায়ন করেছেন। এখনও রাম চরিত্রকে ভারতের জাতীয় চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সবাই উত্সূহ। কই অসম্ভবকে সম্ভব করতে সাধনা খুবই প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ সাধনা করে তিনি শিক্ষাগো জয় করতে পেরেছিলেন। বেলেড় মঠ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মঠ তৈরি করতে পেরেছিলেন। আজকে বেহুড় মঠ আন্তর্জাতিক মঠে রূপান্তরিত। এই সম্ভব হয়েছে সাধনার মন্ত্রের বীজ রোপন করতে শুরু করবেছিলে। ভারতে আবার বৈদিক মন্ত্রের ‘গন্ধার’ ধ্বনি শুনতে পাওয়া পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এই সব হচ্ছে শক্তির মন্ত্র জোরে। আধ্যাত্মিক সাধনার মন্ত্র। মনকে পবিত্র করার মন্ত্র উচ্চারিত হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র।

বিরাটের জন্য ওপেনিং স্লট ছাড়ুক রোহিত

হিটম্যানকে কত নম্বরে নামার পরামর্শ দেশের প্রাক্তনীর?



নয়াদিল্লি, ৩ মেঃ কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে কেমন হবে ভারতের একাদশ? এই প্রশ্ন নিয়ে মাঝে মাঝেই ক্রিকেট মহলে আলোচনা হচ্ছে। ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে চোখ রাখলে অনেকেই বলতে পারেন, ওপেনিংয়ে নামবেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়াল। আসন্ন বিশ্বকাপে এই ওপেনিং জুটি অবশ্য চাইছেন না দেশের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার। রোহিত শর্মার জায়গায় বিরাত কোহলিকে ওপেনিংয়ে দেখতে চাইছেন তিনি। তা হলে হিটম্যানকে বিশ্বকাপে কত নম্বরে নামার পরামর্শ দিলেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার? বিরাত কোহলি ওপেন করতে নেমে অনেক বারই সফল হয়েছেন। চলতি আইপিএলে যদি নজর রাখা হয়, দেখা যাবে ওপেন করে বিরাত কোহলি কতটা সফল। ১৭তম আইপিএলে ১০ ম্যাচে কোহলি করেছেন ৫০০ রান। তিনি রয়েছেন আইপিএলে সবচেয়ে বেশি রান করা ক্রিকেটারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। বিরাটের এই পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে তাঁকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে দেখতে চাইছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাডেজা। জিও সিনেমায় অজয় জাডেজা বলেন, “আমার মতে বিরাত কোহলির ওপেন করা দরকার। তা হলে কে পরে নামবে? আমি বলব রোহিত শর্মা নামুক তিনি। ও তা হলে ম্যাচটা বোঝার কিছুটা সময় পাবো ও যেহেতু ক্যাপ্টেন, তাই ওর মাথায় অনেক কিছু যোবে। তাই বিরাত যদি তোমার টিমে থাকে, তা হলে কোনােই ও কতটা ধারাবাহিক। তাই ওকে ওপেন করানো যেতে পারে। ও টপ অর্ডারে অসাধারণ পারফর্ম করে। এবং পাওয়ার প্লেয় ম্যাচে ও সেট হয়ে যায়। যখন বোর্ডে ২০-৩০ রান উঠে যায় এবং স্পিনাররা আসে এবং যত বেশি সময় ও ক্রিকে জেতে, তত ভালো পারফর্ম করতে শুরু করে। তাই আমার মতে, যখন স্কোয়াডে বিরাত কোহলির মতো ক্রিকেটার থাকবে, ওরই ওপেন করা উচিত।” ৩৫ বছর বয়সী বিরাত কোহলি দেশের হয়ে ৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ওপেন করেছেন। তাতে কোহলি করেছেন ৪০০ রান। গড় ৫৭.১৪। স্ট্রাইকরেট ১৬১.২৯। এ বার দেখার আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে সতিই বিরাত কোহলিকে ভারতের হয়ে ওপেন করতে দেখা যায় কিনা।

টি২০ বিশ্বকাপের থিম সং প্রকাশ পেল, কারা গান গাইলেন, নাচলেনই বা কারা

দুবাই, ৩ মেঃ টি২০ বিশ্বকাপের থিম সং প্রকাশ পেল শুক্রবার। নাম দেওয়া হয়েছে, আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। গানটি গেয়েছেন দুই গায়ক, শন পল এবং কেস। গানের যে লোকেশন দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমুদ্র সৈকতে ব্যাট-বল নিয়ে নেমে পড়েছেন স্থানীয় ছেলেরা। ফুটবলে যেমন ব্রাজিল, ক্রিকেটে তেমনি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। এই দেশের মননে রয়েছে ক্রিকেট, সেটি আঁকড়েই বেড়ে ওঠে খুদেরা। এই থিম সংয়ে সেটি দেখানো হয়েছে। শুরুতেই বিরটি কোহলির শ্যাডো প্র্যাক্টিস

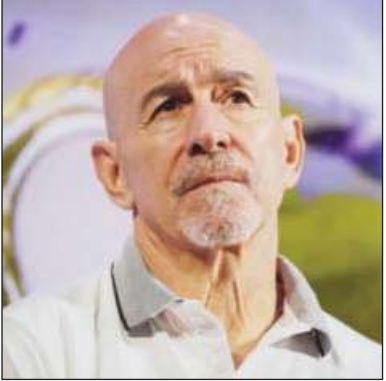


দেখানো হয়েছে। যেখানে তিনি ওভার বাউন্ডারি মারার কৌশল দেখাচ্ছেন। এই বিশ্বকাপে ভিনজান বিপননী দূত হিসেবে রয়েছেন। কিংবদন্তি অ্যাথলিট উসেইন বোল্ট, দ্বিতীয়জন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটার ক্রিস গেইল, শেষজন যুবরাজ সিং। গানের তালে তারা কোমর দোলাচ্ছেন, সেটিও থিম সংয়ে দেখা গিয়েছে। আগামী মাস থেকেই আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হবে। ভারতীয় দলের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। আইপিএলের মাঝেই ভারতের বেশকিছু তারকা ২১ মে আমেরিকা পৌঁছে যাবে।

বদলার ম্যাচ নয় আইএসএল ফাইনালের আগেও বাগান কোচ হাবাস একই রকম কুল! ‘ফাইনালে কেউ ফেভারিট হয় না’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মেঃ বদলার ম্যাচ? বিশ্বাস করেন না তিনি। কয়েক দিন আগেই জিতেছেন লিগ শিল্ড। তাও গলায় উত্তেজনা নেই। প্রতিপক্ষকে হেলাফেলা করা নেই। উল্টে মুহুই সিটি এফসির প্রতি সখীই তুলে ধরছেন। ৩ বছর আগে মুম্বইয়ের কাছে আইএসএল ফাইনালে হেরে গিয়েছিল মোহনবাগান। তাও কি বদলার ম্যাচ নয়? প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন তিনি। তুরন্ত জবাবও এল, “এই শব্দটা অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে। আমার কাছে কোনও ম্যাচই বদলার নয়। রোজ একটা নতুন দিন। এটাই ফুটবল। এ ভাবেই দেখি ফুটবলকে। আমরা চাই, কালকের ফাইনাল জিততে। যাতে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পারি।” মুম্বই টিম হিসেবে বেশ ভালো। এই যুবভারতীতেই লিগ শিল্ড জিতেছে সবুজ-মেরুন। তবু প্রতিপক্ষ টিমের ভারসাম্য, আগ্রাসন, তাগিদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। শনিবারও তাই যে তুলে ধরার চেষ্টা করবে মুম্বই, ভালোই জানেন। আর তাই আইএসএল ফাইনালের আগে সেই সেনা হাবাসকেই দেখা যাচ্ছে। হিমশীতল গলা। ভীষণ কুল। যেন মাঠে নামার আগে ফাইনাল নিয়ে ভাবতেই নারাজ তিনি। লিগ শিল্ডে যেমন ফেভারিট কেউ ছিল না, আইএসএল ফাইনালেও

মোহনবাগান কিংবা মুম্বইকে ফেভারিট বলা যাবে না। হাবাস স্পষ্ট ভাষায় শুক্রবার দুপুরে প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে বলে গেলেন, “ফাইনালে কেউ ফেভারিট হয় না। ফাইনাল সবসময় ৫০-



৫০। প্রতিটা ম্যাচ আলাদা। আমাদের ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।” মুম্বই-মোহনবাগানের আইএসএল ফাইনাল আসলে এল ক্লাসিকে। দুটো টিম মোটে ২৫বার মুখোমুখি হয়েছে। সবুজ-মেরুন ব্রিগেড জিতেছে ৭ বার। মুম্বইয়ের বুলিতে ১১ জয়। ৭টা ম্যাচ ড্র। শেষ দেখায় লিগ শিল্ডের ম্যাচে ২-১ জিতেছিল

হাবাসের মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ নিয়ে হাবাস বলে গেলেন, “বেঙ্গালুরু, কেরল, ওড়িশার মতো টিমগুলো রয়েছে। কাউকে অসম্মানিত করতে চাই না। এটাও ঘটনা যে, মুম্বই খুব শক্তিশালী দল।” ফাইনালের জন্য কী ভাবনা নিয়ে এগোতে চাইছেন হাবাস? “কেউ চায়না ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যেতে। এই গরমের মধ্যে অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ গেলে ফুটবলারদেরও কষ্ট। তাই নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ শেষ করতে চাই।” পুরো টিমই হাতে রয়েছে হাবাসের। শুধু সাদিক সাপপেভ থাকায় খেলতে পারছেন না। হুগো বোমাসকে সরিয়ে কাউকো নেওয়াই কি এই মরসুমের টার্নিং পয়েন্ট? হাবাসের উত্তর, “আমার সিদ্ধান্ত ক্লিক করেছে। ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত। সবাই ভালো প্রেরণা। সবর মধ্যেই ফুটবলারসুলভ গুণ আছে।” হাবাস এমনই। টিমকে আগলে রাখেন। জয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত নান কখনওই। হার নিয়েও মাথা ঘামান না বিশেষ। শুধু ফোকাস রাখেন পরিকল্পনায়। কঠিন সময়ে মোহনবাগানের দায়িত্ব নিয়েও একই করে গিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। আর একটা ম্যাচ হাতে। আইএসএল ফাইনালেও হাবাস একই রকম ভাবনা নিয়ে নামবেন মাঠে। টুফির সুখ কি আবার পাবে সবুজ-মেরুন?

মেসি এই প্রথম এমএলএসের মাসসেরা

ফ্লোরিডা, ৩ মেঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে কী অসাধারণ একটা মাসই না কাটিয়েছেন লিগেলে মেসি। লিগে দলকে এপ্রিল মাসে রেখেছেন অপরাজিত। এই সময়ে মেসির দল ইন্টার মায়ামি ডিনটি ম্যাচ জিতেছে, একটি করেছে ড্র। এই সময়ে মায়ামি প্রতিপক্ষকে ১২টি গোল দিয়েছে। এর ১০টিতেই অবদান রেখেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ৬টি গোল তিনি নিজে করেছেন, ৪টি গোল করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে। অসাধারণ এই পারফরম্যান্সের পুরস্কারও পেয়ে

গেলেন মেসি। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নাম লেখানোর পর এই প্রথম দেশটির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মাসসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। এবারের এমএলএসে শুরু থেকেই দারুণ খেলছেন মেসি। কিন্তু মাঝে চোটের কারণে কয়েকটি ম্যাচে তিনি

সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জয়ে বাকিদের চেয়ে এগিয়েই আছেন। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারটি জিতেছেন সুর্যরেজ।

তালিকায় মেসির পরে আছেন রিয়েল স্পোর্ট লেবের কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ান আরাদো ও ডিসি ইউনাইটেডের বেলজিয়ান ফুটবলার ক্রিস্টিয়ান বেনটেকে। দুজনেরই গোল ৮টি করে। ৭টি করে গোল আছে মেসির সতীর্থ উরুগুয়ান স্ট্রাইকার লুইস সুর্যরেজ ও নিউইয়র্ক রেড বুলসের স্ট্রাইশ ফুটবলার লুইস মরগানোর। এ নিয়ে টানা দুই মাস এমএলএসের মাসসেরার পুরস্কার গেল ইন্টার মায়ামিতে। এর আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে পুরস্কারটি জিতেছেন সুর্যরেজ।